হে রাম!
বিপ্লব

ভারতের সুপ্রীমকোর্টে রায় দিয়েছে রামের কৌন ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নেই। দিয়েছে মানে দিতে বাধ্য হয়েছে। ভারত আর শ্রীলঙ্কার মধ্যে সাত কিলোমিটার সরু পক প্রণালি। সেটার মধ্যে দিয়ে ভারী জাহাজ চলাচল করতে পারে না-কারন প্রবাল রীজ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রবাল কীটের জমা হওয়ার ফলে গড়ে উঠেছে। এটাকেই রামসেতু বলে। হিন্দুদের বিশ্বাস এই প্রবালরীজ হনুমানদের গড়া রামায়নের সেই ব্রীজ। এটাকে কেটে একটা ক্যানেল বানানোর চেস্টা চলছিল যাতে শ্রীলঙ্কার সাথে ভারতের নৌ যোগাযোগের পথ কমে আসে। এটা জেনে কিছু হনুমান ভক্ত কোর্টে জানায়, রামসেতু ঐতিহাসিক-তাই তা ভেঙে ক্যানেল বানানো যাবে না। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া কোর্টকে জানিয়েছে রাম এবং তার সেতু কোনটাই ঐতিহাসিক নয়। তাই আপত্তি ধোপে টেকে না।

ব্যপারটা এখানেই শেষ হলে কিছু বলার ছিল না। রাম ঐতিহাসিক নয় এটা কোর্ট জানিয়েছে এই সংবাদে হনুমানের দল এখন ভারতের নানান শহরে তান্ডব নৃত্য চালাচ্ছে। সাধ্বি রীতাম্বরী নামে বিজেপির নাটুকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবাদে অনশনে বসেছেন।

না এতেও আমি অবাক হচ্ছি না-ভারতে হনুমানের অভাব নেই। এমনটা হতেই পারে। অবাক হলাম রেডিফ নিউজে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া দেখে। খবরটা বেড়োনোর সাথে সাথে একদিনে প্রায় কুড়ি হাজার ব্লগ লেখে রেডিফের বিধস্থ ভারতীয় পাঠকরা। প্রতিক্রিয়া এমন ই মারাত্মক। ৮০% এর মত এটা হিন্দুধর্মের ওপর সেকুলারিস্টদের আক্রমন!

বানরসেনার কথা, রাবনের দশমুখের কল্পনা যে গল্প-- সেটা হনুমানদের কাছে বলা যাবে না –সেটাই স্বাভাবিক। আফটার অল তারা হনুমান। রেডীফ উচ্চশিক্ষিত নব্য ভারতবাসীর ম্যাগাজিন। তাহলে কি ভারতে সবাই হনুমান হয়ে যাচ্ছে?

মোটামুটি পাঠকদের বক্তব্য হল-আল্লার অস্তিত্ব নেই সেটা ভারতের কোন কোর্ট বলতে পারবে? আর সেটা যদি না পারে তাহলে রামের অনস্তিত্ব নিয়ে কোর্ট রায় দিচ্ছে কি ভাবে? এতেব ঢালাও ভাবে ধর্মযুদ্ধের ডাক সমস্ত ব্লগে।

ভারতে মুসলমানদের জন্য শরিয়া আইন রাস্ট্রের লজ্জা-কারন সেকুলার রাস্ট্রে আল্লার আইনের জায়গা থাকতে পারে না। সেটা যদি রাগের কারন হয়- সেটার বিরুদ্ধে লোকজন আন্দোলনে নামুক! কিন্তু একটা সেক্যুলার রায়ের বিপক্ষে গিয়ে উগ্রহিন্দুত্ববাদকে সমর্থন করে দেশের উন্নতি হতে পারে না-বা ইসলামিস্টদেরও আটকানো যায় না। এই ভাবে উগ্রহিন্দুত্ববাদকে সমর্থন করে গেলে আচিরে ই দেশটা ভারতীয় হনুমান (পড়ুন হিন্দুত্বের সমর্থক) বনাম আরব শিম্পাঞ্জিদের (ইসলামিস্ট) কুস্তিআখরায় পরিনত হবে।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থানের মূলকারণ কংগ্রেস এবং সিপিএমের ইসলামিক মৌলবাদ তোষন। হিন্দুত্ববাদের আদৌ কোন দার্শনিক ভিত্তিই থাকতে পারে না-কারন হিন্দুধর্মের মুলদর্শন "অহম ব্রহ্মন" এর উপলব্ধি- নিজের মধ্যে, নিজের গুনের মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি। হিন্দুধর্মের মুলে গেলে দেখা যাবে যে মুসলমান বা খ্রীস্টান আত্মনুসন্ধানে বিশ্বাস করে সেও হিন্দু-কেও এক ই সাথে হিন্দু এবং খ্রীস্টান বা মুসলমান হতেই পারে। আমাদের এই বাংলায় একই সাথে কালীসাধক এবং মুসলমান প্রচুর দেখা যেত (প্রাত্তন মন্ত্রী গনিখান চৌধুরী এর উদাহরণ)। পেট্রোডলারের মাদ্রাসাগুলোয় মরূভূমির ইসলামের চাষাবাদ শুরু হওয়ার আগে ভারতে এবং বাংলাদেশে যে ইসলাম প্রচলিত ছিল তা আসলেই হিন্দু এবং ইসলাম মেশানো একধরনের সহজিয়া সংকর ধর্ম। কট্টরপন্থি ইসলাম গত ত্রিশ বছরে আরব থেকে আমদানীকৃত মরুভুমির সংস্কৃতি যার সাথে দেশজ ইসলামের সম্পর্ক ক্ষীন-কিন্তু ভূল রাস্ট্রনীতির ফলে এখন সেটাই আসল ইসলাম হয়ে দাড়াচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদের নামে যেটা চলছে সেটা মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেশ ছাড়া কিছু নয়। রাম অজুহাত মাত্র। রাম-রাবনের যুদ্ধের শুরুতে রাম যখন চন্ডীপূজো করার জন্য ব্রাহ্মন খুজে পাচ্ছিলেন না, রাবন (রাক্ষসরাজ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মন ছিলেন) রামের পূজারী হয়ে শত্রুকে উদ্ধার করেন। সহিষ্ণুতা এবং ওদার্য্যের এই শিক্ষাই আসল ভারতীয়ত্ব।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com